COMMUNICATION (Communication)

Communication শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'communis' শব্দটি থেকে এসেছে। এর অর্থ হল common। সেইজন্য communication শব্দটির অর্থ হল Having common experience with the people. তবে, communication শব্দটির আরও বহু সংজ্ঞা দেওয়া যায়। communication বলতে বোঝায় sharing of ideas and feelings in a mood of mutuality. অন্যভাবে বলা যায়, communication হল এমন একটি পারস্পরিক ক্রিয়া যার মাধ্যমে দেওয়া নেওয়াকে উপস্থিত করা যায়। সংকীর্ণ অর্থে communication একমুখী প্রক্রিয়া, ব্যাপক অর্থে communication এর মধ্যে Feed back এবং পারস্পরিক ক্রিয়া এটাই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, communication বলতে আমরা বুঝি তথ্য আদান প্রদানের প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে idea বা ভাবের পারস্পরিক আদান প্রদান সাথে অথবা অন্যের সাথে ভাব বা ধারণাকে ভাগ করে দেওয়া যায়।

Objectives of Communication :—

Communication বা তথ্য আদান প্রদান বা ভাব বিনিময় এর মূল উদ্দেশ্য হল অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করা। অন্যকে অবগত করানো, অন্যকে কোন কিছু করতে বলা বা অন্যকে তাড়িত করে দেওয়া বা অন্যের আচরণকে পরিবর্তন করতে সাহায্য করা অথবা অন্যের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলা, এইসব করে শিখনকে আরও অর্থপূর্ণ এবং আরোও বোধগম্য করে তোলা। ঠিক তেমনি যে কোন একজন শিক্ষার্থীকে একেবারে প্রথম অভিজ্ঞতাতেই জটিলতার কোন জ্ঞান ধারণা শিক্ষা দেওয়া খুবই কঠিন। স্বাভাবিক ভাবেই তার পূর্ব অভিজ্ঞতার উপরে ভিত্তি করে নতুন অভিজ্ঞতা তার কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং নতুন অভিজ্ঞতায় তাকে সমৃদ্ধ করে জ্ঞানে আত্মস্থ করানোই communication এর উদ্দেশ্য। আর এটাই হল পাঠদান বা Teaching. অর্থাৎ, পাঠদান বা Teaching বা শিখন আর কিছুই নয়, এটি এক ধরনের communication. শিক্ষক যদি দক্ষ হন তাহলে তার দায়িত্ববোধ এবং কর্তব্যবোধ দিয়ে সৃজনশীলতা দিয়ে তিনি শিক্ষার্থীদের কাছে সব কিছু communication করার চেষ্টা করেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে যা পৌঁছে দিতে চান তাকে বলা হয় message বা বার্তা। সেই বার্তা যখন প্রাপকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়, বোধগম্য হয় এবং প্রাপক যখন সেই বার্তাকে প্রতিক্রিয়া করার অবস্থায় আসে, তার নিজের শিখনকে পরিমার্জন করে, সেটাই communication এর সার্থকতা। অর্থাৎ communication এর মূল উদ্দেশ্য হল যে, বিষয়বস্তুর বার্তাকে শিক্ষার্থীর কাছে এমনভাবে পৌঁছে দেওয়া, যাতে শিক্ষার্থী সেই বার্তা আত্মস্থ করতে পারে, শুধু এই নয়, সে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া করতে পারে। এটাই communication এর মূল উদ্দেশ্য।

Process of Communication :—

Communication একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার একটি উদ্দেশ্য আছে। এই communication প্রক্রিয়ার যে মৌলিক model, সেখানে অনেকগুলি factor বা component আছে। সেই component গুলির মধ্যে অন্যতম হল message বা বার্তা বা তথ্য। এই বার্তা বা তথ্য যিনি সৃষ্টি করেন তার কাছ থেকে যিনি গ্রহণ করেন তার কাছে যায়। প্রেরকের থেকে গ্রাহকের কাছে যায়। তার মাঝখানে আছে একটি রাস্তা বা পথ, যাকে আমরা বলি communication channel. সুতরাং, communication এর উপাদান গুলির মধ্যে প্রথমে আছে Sender, এই Sender বা প্রেরক বা প্রেরণকারী যে বিষয় প্রেরণ করেন সেটি হল message বা বার্তা. আর যিনি গ্রহণ করেন, তিনি হলেন Receiver, এই Receiver তথ্য গ্রহণ করেন এবং গ্রহণ করেন যেটা প্রেরণ করেন সেটা message হয়ে। আবার গ্রাহকের কাছে চলে আসে। এই আসা যাওয়া সাধারণত এক পথে হয় না। এটা চক্রের ন্যায় কাজ করে। এই তথ্য বা বার্তা আদান প্রদানের প্রক্রিয়ার সাথে অনেকগুলি বিষয় যুক্ত। যেমন - Initiation, Reception Respons বা Feed back.

Communication এর দুটি dimension আছে, এর মধ্যে একটি dimension এ থাকেন Sender বা প্রেরক, যিনি message প্রেরণ করেন, আর অন্য প্রান্তে থাকেন Reciver বা গ্রাহক, যিনি message গ্রহণ করেন। প্রাকৃতিক ভাবে message এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যায়, এর জন্য তারের দরকার হতে পারে, না হতেও পারে। কিন্তু যখন message পাঠানো হচ্ছে, তখন মনে করা হয়, যাকে এই বার্তা প্রেরণ করা হচ্ছে তিনি এই বার্তার দ্বারা উদ্দীপিত হবে বা কর্মে প্রবৃত্ত হবেন, অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া করবেন, সুতরাং Communication এর প্রক্রিয়ায় আমরা চারটি component খুঁজে পাই।

1. Sender বা Scorce— একে Technology র ভাষায় বলা হয় Encoder.
2. Message বা signal.
3. Medium বা channel of communication.
4. Receiver বা Decoder.

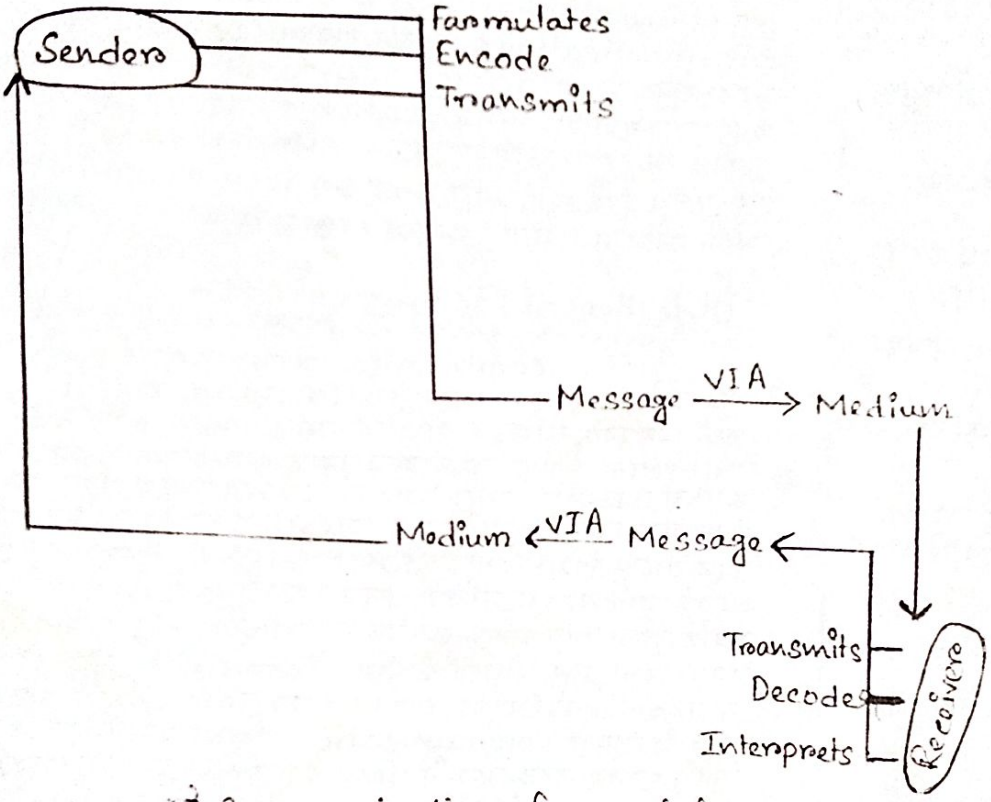

এই Communication প্রক্রিয়ায় যিনি প্রেরক বা Scarce তাকে প্রকৃত অর্থে সংগঠন করতে হবে এবং সঠিক বা নির্ভুল ভাবে উপযুক্ত পদ্ধতিতে সংগঠন করতে হবে, Message বা বার্তা একজন ব্যক্তির জন্য প্রেরিত হতে পারে। এই message বা বার্তা প্রেরণ নানাভাবে হতে পারে, ভাবভঙ্গি দিয়ে, আকারে ইঙ্গিতে, কথা বলে, লেখা দিয়ে, ছবি এঁকে ইত্যাদি ভাবে, message বা বার্তা দর্শক, শ্রোতা বা ~~Recivar Reoevi~~ Receiver এর কাছে বোধগম্য হতে হবে অর্থাৎ যে idea বা ভাব সঞ্চারিত হচ্ছে, তা যেন উপযুক্ত ভাবে শ্রোতা বা Receiver এর দর্শকের কাছে পৌঁছায়, যতক্ষণ না বার্তা গ্রাহকের কাছে পৌঁছাচ্ছে বা গ্রাহকের মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে ততক্ষণ সেটিকে বার্তা বলা যাবে না।

তৃতীয় উপাদান হল Chanel বা medium, যে মাধ্যম দিয়ে বার্তা প্রেরক থেকে গ্রাহকের দিকে যাচ্ছে বা গ্রাহকের কাছ থেকে প্রেরকের কাছে আসে তাহল Channel বা মাধ্যম। তার উপর এই Channel বা মাধ্যমের অনেক প্রভাব আছে। গ্রাহক বা Receiver বার্তাকে Decoder করে বা নিজের মত করে বুঝে নেয়। বার্তাকে যেভাবে গ্রাহক decot করবে সেইভাবেই সে প্রতিক্রিয়া করবে, গ্রাহক বার্তা কতখানি পেয়েছে বা কতখানি প্রতিক্রিয়া করেছে তা প্রেরকের কাছে যায়, একে বলা হয় Feed back channel, সুতরাং Encoder এবং Decoder দুটোই খুব গুরুত্বপূর্ণ, এই দুটি

Point এর মধ্যে কোন ত্রুটি থাকলে সেই বার্তা প্রেরণ অর্থহীন হয়ে পড়বে। শিক্ষা ক্ষেত্রে Encoder হলেন শিক্ষক এবং Decoder হল শিক্ষার্থী, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু হল message এবং শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের যে বক্তৃতা ব্যাখ্যা বা শিক্ষণ পদ্ধতি সেটি হল channel of communication.

Receiver বা Decoder এই channel এর মাধ্যমে যে message আসে সেই message কে decot করে গ্রহণ করে। এবং Receiver বা গ্রাহক যে প্রতিক্রিয়া করে সেই প্রতিক্রিয়া আবার message আকারে আগের প্রেরকের কাছে পৌঁছে যায়। এটাকে বলা হয় feed back channel. সুতরাং যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই Encoder ও Decoder খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, message এই পদ্ধতিতে প্রেরক থেকে গ্রাহকের কাছে যেতে পারে। এই তিনটি উপাদান অর্থাৎ, Encoder, channel এবং Decoder এর মধ্যে যেকোন একটি folt হলে যোগাযোগ ব্যর্থ হয়ে যায়।

প্রযুক্তিবিদ্যা বা Technology তে বহুকাল ধরে এই communication এর গুরুত্ব আছে। আজও ভারতের কিছু কিছু জায়গায় খবর মানুষ মুখে করে নিয়ে যায়। প্রাচীনকালে বেদ বেদ ও এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে এই ভাবে সঞ্চালিত হত। লিপি আবিষ্কারের পরবর্তীকালে লিখিত সংবাদ বার্তা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানো সম্ভব হয়। তার সাথে পরবর্তীকালে যুক্ত হয় Radio, T.V., Telephone এই ব্যবস্থাগুলি যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটায়। Tape recoder এর মাধ্যমে বার্তাকে সংগ্রহ বা সংরক্ষিত করে রাখা যায়। মাইক্রোফোন ও লাউড স্পীকার বার্তার আওয়াজকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে।

আজকের গণমাধ্যম সামাজিক পরিবর্তনকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করে। বর্তমানে Computer ও Internet যোগাযোগ ব্যবস্থা, উপগ্রহ মারফত ও বার্তা ব্যবস্থাকে এক কল্পনাতীত পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে।

Type of Communication : —

যোগাযোগ ব্যবস্থা নানা রকমের হতে পারে, যেমন —

(ক) One to one,

(খ) One to many,

(গ) Many to one.

(ঘ) Many to many,

তবে মূলত অন্যদিক থেকে Communication system কে তিনভাগে ভাগ করা যায়, যথা —

(i) Face to face communication. মুখোমুখি যোগাযোগ

(ii) Writing Reading communication, লেখাপড়ার মাধ্যমে যোগাযোগ

(iii) Visualising Observing. দৃশ্যগত যোগাযোগ

(i) Face to face communication: — মুখোমুখি যোগাযোগ

এই ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থায় পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ঘটে। যেমন - দুজন ব্যক্তির কথা বলা, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের কথা বলা, এই ধরনের communication এর উদাহরণ, এই ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে Eye to eye contact হয়। শ্রোতা বক্তার কাছে প্রশ্ন থাকলে তা নিরসন করতে পারে, একটি প্রাথমিক অবস্থা তৈরী হয় তাই এই ধরনের communication কে বলা হয় Inter personal communication, এর উদাহরণ হল মিটিং, সেমিনার, কনফারেন্স, শ্রেণী কক্ষ ইত্যাদি।

(ii) **Writing Reading Communication:** —

এই ধরনের communication-এ Encode এবং Decode এর সরাসরি যোগাযোগ ঘটে না, কিন্তু এখানে প্রাপক বক্তার অনুভূতি, বক্তব্য সব কিছুই অনুভবে করতে পারেন। এখানে বার্তা পৌঁছানো হয় লেখার ভিতর দিয়ে আর যিনি প্রাপক তিনি পাঠ করে সেই message গ্রহণ করেন। এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল প্রাপকের কোনো অসুবিধা বা বাড়তি জানার থাকলে বা কোন প্রশ্ন থাকলে তা তিনি মেটাতে পারেন না। প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত যোগাযোগ না থাকার ফলে বক্তা বা শ্রোতার মুখভঙ্গি, শারীরিক পরিবর্তন ইত্যাদি বোঝা যায় না। এই ধরনের communication-এর উদাহরণ হল খবরের কাগজ, বই, ম্যাগাজিন ইত্যাদি পড়া।

(iii) **Visualising observing:** — দৃশ্যত উপলব্ধি

এই ধরনের communication-এ ব্যক্তি বা প্রাপক, শ্রোতা বা দর্শক, দুইয়ের মধ্যে শারীরিক বা দৈহিক কোন যোগাযোগ ঘটে না। তথাপি বক্তা বা শ্রোতা এদের অপরকে দেখতে পান, এবং তারা তাদের অপরের মুখভঙ্গি, অনুভূতি সব কিছুর দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই ধরনের communication এর উদাহরণ হল Film, Television, কিন্তু এখানে Reading writing communication অপেক্ষা বাড়তি সুবিধা থাকলেও প্রাপকের বা শ্রোতার বিশেষ কোন প্রয়োজন বা বাড়তি জানার থাকলেও তিনি তা পান না।

Influency of communication বা এর সুবিধা: —

প্রযুক্তিবিদ্যার কল্যাণে যোগাযোগ ব্যবস্থার অকল্পনীয় অগ্রগতি ঘটেছে। বর্তমান যুগে এইসব ব্যবস্থা ছাড়া আধুনিক জীবনযাত্রা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভাবে মানুষের জীবনে অকল্পনীয় পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন —

(i) আদর্শ, ভাব মূর্তি, প্রতিবিম্ব, উৎপন্ন পণ্য সম্পর্কে যা কিছু তথ্য তা এক নিমেষে পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

(ii) বিজ্ঞান, কলা, শিক্ষা, প্রযুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যার যা কিছু অগ্রগতি তার বিবরণ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। নিরক্ষর স্বাক্ষর সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

(iii) শিল্পোন্নত সমাজের মানুষের সামাজিক জীবন যাত্রার ধরণকে এই communication System বা Mass Media গভীর পরিবর্তন করেছে।

(iv) যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষে মানুষে সম্পর্ক গড়ে তোলা সহজ হয়েছে। চিন্তাশক্তি, যুক্তিবোধ, কল্পনাশক্তি প্রভৃতির অংশীদার খুব দ্রুত এক মানুষ থেকে অন্য মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

(v) বার্তা জগতে বিপ্লব এনে দিয়েছে এই যোগাযোগ ব্যবস্থা।

(vi) মানুষের সামাজিক আদর্শ, মূল্যবোধ, জ্ঞান এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চালন সহজসাধ্য হয়েছে।

(vii) মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনে, জনমত গঠনে, যোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

(viii) শিক্ষাক্ষেত্রে কঠিন বিষয়গুলিকে অনেক সহজে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সহজ হচ্ছে। মানুষের সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে গেলে, জীবনের আদর্শগুলিকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হলে এই যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

(ix) Communication এর মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ, ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণ বিষয়ক বহু বিষয় অত্যন্ত মনোগ্রাহী করে প্রকাশ বা প্রেরণ করা সম্ভব হয়। এর ফলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে।

সুতরাং Communication এর প্রভাব আলোচনা করে বোঝা যাচ্ছে যে, কোন শিক্ষা ক্ষেত্রে এটি এত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে Audio Visual aids এর উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মানুষের যত বেশী সংখ্যক ইন্দ্রিয় Communication এর বার্তা বহন করে ততই সেই শিক্ষা অধিক কার্যকরী হয়। শুধু Single channel presentation এর ফলে হয়ত কিছু শেখা যায়, যদি বিষয় বস্তুর প্রকৃতি জটিল হয়, তখনই Multiple channel এবং নতুন নতুন approach ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। আর সেই ভাবেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে এই communication ব্যবস্থা।

= 0 =